ASTRO ARPITA NATH

বিবাহের সময় নির্ধারণ কৌশল, শাস্ত্রীয় সূত্র ও পূর্বাভাসের নিয়মাবলী

Arpita Nath দ্বারা · সময় ও ফলিত · 2026-09-16

বৈদিক জ্যোতিষে (Jyotish), বিবাহের সঠিক সময় নির্ধারণ করা হলো ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পদ্ধতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ। বিবাহ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়; এর জন্য তিনটি মহাজাগতিক স্তরের যুগপৎ সারিবদ্ধতার প্রয়োজন হয়:

১. প্রতিশ্রুতি (Yoga): জন্ম কুণ্ডলী (D1) এবং বিভাগীয় চার্ট (D9 নবমাংশ) কি বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে?

২. সক্রিয় সময়কাল (Dasha): সক্রিয় গ্রহের দশা কি একটি বৈবাহিক মিলন ঘটাতে সক্ষম?

৩. চূড়ান্ত অনুমোদন (গোচর / Transit): ধীরগতির সিদ্ধান্তকারী গ্রহ—বৃহস্পতি এবং শনি—কি বাস্তব জগতে এই ঘটনাটি ঘটানোর জন্য সম্পর্কের অক্ষকে সক্রিয় করছে?

যখন এই তিনটি স্তরই একই ভাব এবং তাদের অধিপতিদের ওপর একত্রিত হয়, তখন বিবাহ সম্পন্ন হয়।

১. বিবাহের মূল কারকসমূহ

বিবাহের সময় নির্ধারণ শুরু করার আগে, জন্মছকে পাঁচটি প্রাথমিক বিষয় শনাক্ত করতে হবে:

• **সপ্তম ভাব (জায়া ভাব):** বিবাহ, চুক্তি এবং আইনি মিলনের প্রধান ভাব।

• **নৈসর্গিক কারক:** সমস্ত ছকের ক্ষেত্রে (এবং বিশেষভাবে পুরুষদের জন্য) শুক্র, এবং একজন নারীর ছকে স্বামীর প্রাথমিক কারক হিসেবে বৃহস্পতি (গুরু)।

• **নবাংশ ছক (D9):** আত্মার অংশীদারিত্বের সূক্ষ্ম সমন্বিত মানচিত্র। D9 ছকের লগ্ন, সপ্তম ভাব এবং শুক্র, D1 ছকের সমান গুরুত্ব বহন করে।

• **জৈমিনী দারকারক (DK):** সাতটি ভৌতিক গ্রহের মধ্যে (রাহু/কেতু ব্যতীত) যে গ্রহটি সর্বনিম্ন ডিগ্রিতে অবস্থান করে।

২. দশা টাইমিং: বিবাহের সময়সীমা নির্ধারণ

৭ম ভাব বা এর কারক গ্রহগুলির সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত গ্রহগুলির মহাদশা, অন্তর্দশা বা প্রত্যন্তর্দশার সময় বিবাহের ঘটনাটি ঘটে থাকে:

• **D1 বা D9-এর সপ্তমেশ:** সপ্তম ভাবের অধিপতির দশা চলাকালীন বিবাহ সংঘটিত হওয়া সবচেয়ে সাধারণ একটি কারণ।

• **সপ্তম ভাবে অবস্থিত বা সপ্তম ভাবকে দৃষ্টি প্রদানকারী গ্রহ:** সপ্তম ভাবে অবস্থানকারী যেকোনো কারক গ্রহ অথবা সপ্তমেশের ওপর সরাসরি দৃষ্টি প্রদানকারী গ্রহ।

• **সপ্তমেশের সাথে যুক্ত গ্রহ:** জন্মছক বা নবমাংশে সপ্তমেশের সাথে যুক্ত বা সপ্তমেশ দ্বারা দৃষ্ট গ্রহসমূহ।

• **শুক্র বা বৃহস্পতি:** দাম্পত্য সম্পর্কের স্বাভাবিক কারক গ্রহগুলি যদি কার্যকরীভাবে শুভ অবস্থানে থাকে, তবে তাদের অন্তর্দশায় প্রায়শই বিবাহ সম্পন্ন হয়।

• **জৈমিনী দারকারক (DK):** জৈমিনী চর দশায়, দারকারক ধারণকারী রাশি, দারকারককে দৃষ্টি প্রদানকারী রাশি বা উপপদ লগ্নের (UL) রাশির দশা বিবাহের সূচনা করে।

• **২য় এবং ১১শ ভাবের অধিপতি:** ২য় ভাব পরিবারের বিস্তার ও বংশবৃদ্ধিকে নির্দেশ করে, অন্যদিকে ১১শ ভাব ইচ্ছা পূরণ এবং সামাজিক বন্ধন নির্দেশ করে। এদের দশা প্রায়শই আনুষ্ঠানিক বিবাহ অনুষ্ঠানের যোগ তৈরি করে।

৩. দ্বৈত গোচর নীতি: সময় নির্ধারণের চূড়ান্ত সূত্র

মহাজাগতিক সময়ের দুই প্রধান নিয়ন্ত্রক—শনি এবং বৃহস্পতির (গুরু) যৌথ আশীর্বাদ ছাড়া পার্থিব জগতে কোনো বিবাহ সম্পন্ন হয় না।

প্রবীণ জ্যোতিষী কে. এন. রাও কর্তৃক 'দ্বৈত গোচর তত্ত্ব' (Double Transit Theory) নামে জনপ্রিয় হওয়া এই ধ্রুপদী নীতিতে বলা হয়েছে যে, বিবাহের পূর্ববর্তী আনুমানিক এক বছরের মধ্যে শনি ও বৃহস্পতি উভয়কেই যুগপৎভাবে বিবাহ অক্ষকে প্রভাবিত করতে হবে।

শনির ভূমিকা (কর্মের বিচারক)

শনিকে অবশ্যই নিচের যেকোনো একটির উপর দিয়ে গোচর করে অথবা তার দৃষ্টির (তৃতীয়, সপ্তম বা দশম দৃষ্টি) মাধ্যমে ঘটনাটির অনুমোদন দিতে হবে:
• জন্মকালীন প্রথম ভাব (লগ্ন) বা লগ্নপতি।
• জন্মকালীন সপ্তম ভাব বা সপ্তমপতি।

বৃহস্পতির ভূমিকা (ঐশ্বরিক আশীর্বাদের দাতা)

একই সাথে, গোচররত বৃহস্পতিকে নিচের যেকোনো একটির উপর দিয়ে অবস্থান করে বা দৃষ্টি (পঞ্চম, সপ্তম বা নবম দৃষ্টি) প্রদান করে এই মিলনকে আশীর্বাদ করতে হবে:
• জন্মকালীন সপ্তম ভাব বা সপ্তমপতি।
• জন্মকালীন প্রথম ভাব বা লগ্নপতি।
• জন্মকালীন শুক্র (বা নবাংশ চক্রের জন্মকালীন সপ্তমপতি)।

যখন একটি অনুকূল দশা চলার সময়ে শনি ও বৃহস্পতি প্রথম/সপ্তম অক্ষের ওপর তাদের সম্মিলিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, তখন বিবাহের নির্দিষ্ট সময়কালটি একটি বিশেষ বছরের মধ্যে সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়।

৪. নবাংশ (D9) যাচাইকরণ সূত্রসমূহ

রাশি চক্র বাহ্যিক বাস্তবতাকে প্রদর্শন করে, কিন্তু নবাংশ চক্র প্রকাশ করে যে আত্মা অংশীদারিত্বের জন্য কতটা প্রস্তুত। ধ্রুপদী গ্রন্থগুলিতে নবাংশের সুনির্দিষ্ট গোচর নিয়ম প্রদান করা হয়েছে:

• **নবাংশের সপ্তমেশ-এর উপর দিয়ে বৃহস্পতির গোচর:** গোচরস্থ বৃহস্পতি যখন D9-এর সপ্তমেশ যে রাশিতে অবস্থান করছে তার উপর দিয়ে (অথবা তার ত্রিকোণ স্থান— ৫ম এবং ৯ম ভাব দিয়ে) অতিক্রম করে, তখন বিবাহের প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়।

• **D9 লগ্ন বা সপ্তম ভাবের উপর দিয়ে বৃহস্পতির গোচর:** নবাংশ চক্রের উদিত রাশি (লগ্ন) বা এর সপ্তম ভাবের উপর দিয়ে সরাসরি বৃহস্পতির গোচর জীবনসঙ্গীর সাথে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে সরাসরি অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

• **নবাংশ ডিজপোজিটর নিয়ম:** জন্ম কুণ্ডলীর সপ্তমেশ D9 চক্রের ভেতরে যে গ্রহের রাশিতে অবস্থান করছে তাকে (ডিজপোজিটর) চিহ্নিত করুন। সেই গ্রহের দশা বা গোচর প্রায়শই বিবাহের পরিস্থিতি তৈরি করে।

৫. শাস্ত্রীয় সূত্র এবং অষ্টকবর্গ সময় নির্ধারণ

বৃহৎ পরাশর হোরা শাস্ত্র, ফলদীপিকা এবং জাতক পারিজাত-এর মতো শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলিতে অষ্টকবর্গ এবং দ্রাঘিমাংশীয় ডিগ্রি ব্যবহার করে গাণিতিক পদ্ধতির উল্লেখ রয়েছে:

সমুদায় অষ্টকবর্গ বিন্দুর সীমা
• সর্বাষ্টকবর্গ (SAV) টেবিলে সপ্তম ভাবটি পরীক্ষা করুন। যদি সপ্তম ভাবে ২৮ বা তার বেশি শুভ বিন্দু (পয়েন্ট) থাকে, তবে বিবাহ নির্বিঘ্নে এবং সঠিক সময়ে সম্পন্ন হয়।

• যদি সপ্তম ভাবে ২৫-এর কম বিন্দু থাকে, তবে বিলম্ব ঘটে এবং এই ঘটনার জন্য সাধারণত সপ্তম ভাবে দৃষ্টি প্রদানকারী উচ্চ বিন্দুযুক্ত কোনো ভাবের ওপর দিয়ে বৃহস্পতির গোচর হওয়া প্রয়োজন হয়।

চন্দ্র / শুক্রের ওপর দিয়ে সপ্তমেশ বা সপ্তম পতির গোচর

• জন্মকালীন সপ্তমেশ যখন জন্মকালীন শুক্র বা চন্দ্রের নির্দিষ্ট ডিগ্রির ওপর দিয়ে গোচর করে, তখন প্রায়শই বিবাহ সম্পন্ন হয়।

• বিপরীতভাবে, গোচররত শুক্র বা সপ্তম পতি যখন উপপদ লগ্নের (UL) রাশির ওপর দিয়ে অতিক্রম করে, তখন বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা এবং পারিবারিক কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়।

বিবাহের ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য ব্যবহারিক ৪-ধাপের চেকলিস্ট

১. দশা নিশ্চিত করুন: নিশ্চিত করুন যে জাতক বা জাতিকার ৭ম পতি, ১ম পতি, ২য় পতি, ১১শ পতি, শুক্র অথবা জৈমিনী দারকারকের সাথে সম্পর্কিত কোনো মহাদশা বা অন্তর্দশা চলছে।

২. ডাবল গোচর (Double Transit) প্রয়োগ করুন: নিশ্চিত করুন যে গোচরে শনি এবং বৃহস্পতি একই সাথে ১ম ভাব, ৭ম ভাব, লগ্ন পতি বা ৭ম পতিকে প্রভাবিত করছে।

৩. ডি৯ (নবাংশ)-এ যাচাই করুন: বৃহস্পতি ডি৯ লগ্ন, ডি৯ ৭ম ভাব অথবা ডি৯ ৭ম পতির ত্রিকোণে গোচর করছে কিনা তা পরীক্ষা করুন।

৪. সুনির্দিষ্ট মাস চিহ্নিত করুন: জন্মকালীন ৭ম ভাব, ৭ম পতি বা উপপদ লগ্নের উপর দিয়ে সূর্য বা মঙ্গল গ্রহের গোচর ব্যবহার করে সঠিক মাসটি নির্ধারণ করুন।

জ্যোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য প্রদান করা হয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন।